মনি গুহের প্রযোজনায়
আই-এন-এ-পিক্চার্সের
প্রথম নিবেদন
স্বয়ংসিদ্ধা
P.G. Seal
Released 17-10-1947

শ্রী'মণি গুহ'র প্রযোজনায়
আই. এন. এ পিকচার্সের

# স্বয়ং সিদ্ধা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : নরেশ মিত্র
সহযোগী পরিচালক : প্রভাত মিত্র
সুর-শিল্পী : নিতাই মতিলাল

বাসন্তিকা অর্কেষ্ট্রা

কাহিনী : মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
শব্দ-যন্ত্রী : এস, চ্যাটার্জ্জী
চিত্র-শিল্পী : দশরথ বিশাল
সম্পাদক : শ্যাম দাস

রসায়ণাগারিক : ধীরেন দাসগুপ্ত
শিল্প-নির্দ্দেশক : বট সেন
রূপ সজ্জা : সুধীর দত্ত
ব্যবস্থাপনায় : দক্ষিণা ভট্টাচার্য্য,
অনিল নিয়োগী

— সহকারী —

পরিচালনায় : মাণিক চক্রবর্ত্তী
সঙ্গীতে : গোকুল মুখার্জ্জি
: সতীশ সরকার
চিত্রগ্রহণে : নির্ম্মল মুখার্জ্জী
শব্দযন্ত্রে : সন্তু বোস
রসায়ণাগারে : শম্ভু সাহা, সামান্ত রায়, ননী দাস,
অমূল্য দাস, সরল চ্যাটার্জ্জী

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত

— : ভূমিকায় : —

দীপ্তি রায়, উমা গোয়েঙ্কা, লীলা মুখার্জ্জী, বন্দনা দেবী, নিভাননী, লীলা ঘোষ, তারা ভাদুড়ী, বেলা বোস, ইরা দাস, কমলা অধিকারী, নরেশ মিত্র, পার্থ মজুমদার, গুরুদাস ব্যানার্জ্জী, শিবশঙ্কর সেন, অমর বোস, কালী গুহ, ম্যালকম, কুমার মিত্র, আশু দাস, বীরেন বিশ্বাস, অনিল নিয়োগী।

অলঙ্কারাদি

বি, সরকার এণ্ড সন্স (গিণি হাউস) এর সৌজন্যে

একমাত্র পরিবেশক—ডি লুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স
৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হরিনারায়ণ বাগুলির মস্ত বড় জমিদার। পরম নিশ্চিন্তে দিন তাঁর কাটে। কিন্তু আলোর পিছনে অন্ধকারের মত একদিন তাঁরও নিশ্চিন্ত জীবনে দেখা দেয় এক সমস্যা। সমস্যা ছেলে নিবারণ অর্থাৎ 'খোকারাজাকে' নিয়ে। বড় ছেলে গোবিন্দ ওরফে 'গবার' ওপর নিবারণের অত্যাচারের মাত্রাটা দিন দিন আরও বেড়ে উঠছে। —আহা, মা-মরা হাবা-গোবা ছেলেটা! বিয়ে দিলে হয়ত নিবারণ শোধ্‌রাবে,—এইভেবে হরিনারায়ণ ঘটকের সঙ্গে কথা চালান। এমন সময় ম্যানেজার বাপুলি খবর দেয় —শ্যামপুরের প্রজা করালী কব্‌রেজের মেয়ের নামে আবার একটা নালিশ এয়েচে। মিশনারীরা আর্জ্জি পাঠিয়েচে যে সে বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের স্কুলে মেয়ে পাঠাতে বারণ করচে। আর্জ্জি দেখে

হরিনারায়ণ বলেন, অদ্ভুত! চলনা বাপুলি দেখে আসি মেয়েটিকে।

লাহোরের অধ্যাপক ও ব্যায়ামশিক্ষক বীরমূর্ত্তিকে কে না চিনত? কে না খাতির করত? করালী কব্‌রেজের মেয়ে চণ্ডী তাঁরই দৌহিত্রী, তিনি এতটুক্ বেলা থেকে চণ্ডীকে নিজের কাছে রেখে মনের মতন ক'রে মানুষ করেছিলেন।

চণ্ডীকে দেখে হরিনারায়ণের খুব ভাল লাগে। মেয়েটির শুধু গুণ আছে তাই নয়, রূপও আছে। ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবেন ব'লে হরিনারায়ণ চণ্ডীকে ধানদুর্ব্বা দিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে ফেলেন।

কিন্তু স্ত্রী মাধবী দেবী বেঁকে বসেন,—রাজকন্যা না হ'লে নিবারণের মনে ধর্‌বে না। তাছাড়া মেয়ের বাপকে আগে-ভাগে কথা দেওয়াও কোন কাজের কথা নয়, কারণ ছেলে ত' কারুর একার নয়, তিনিও ছেলের মা— তাঁর নিজস্ব মত ব'লে একটা বস্তু আছে ত? হরিনারায়ণ ফাঁপরে পড়েন, মাধুরী দেবীকে কিছুতেই রাজী

করাতে না পেরে, অগত্যা তিনি চণ্ডীর সঙ্গে গোবিন্দরই বিয়ে দেবার মতলব করেন। গোবিন্দর মায়ের তরফ থেকে ত' আর অপত্তি উঠবার বালাই নেই! প্রস্তাব শুনে কিন্তু মাধবী দেবীর চোখ কপালে উঠে। না ব'লেও থাকতে পারেননা,—সত্যি সত্যি গাধাবোট গোবিন্দর বিয়ে দেবে? হরি-নারায়ণ ধীরে ধীরে শুধু বলেন, মেয়েটি কিন্তু ষ্টীমলঞ্চ, হয়ত গাধা বোটখানাকে একদিন জেটীতে ভিড়িয়ে দেবে!

বিয়ের কনে চণ্ডী সবে শ্বশুরবাড়ী পা দিয়েছে—বধূবরণের সময় লক্ষ্মীর সিন্দুকের দুইমণী ডালাটা নিজের হাতে তুলে ফেলে সে সকলকে অবাক্ করে দেয়! মাধুরী দেবীর ভাই-ঝি মৃণালিণী বলে, কি চাষাড়ে হাত রে বাবা! মাধুবী দেবীর কিন্তু হঠাৎ মাথা ধরে।

'খোকারাজা' নিবারণও চণ্ডীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই বড় রকমের একটা চোট খায়। চণ্ডীকে দেখে সে মন্তব্য করে, বাঃ গবা পাগ্‌লাটা ত' খাসা বউ বাগিয়েচে দেখচি, এ যে বাঁদরের গলায় মুক্তার হার! নিবারণের অসভ্য ব্যবহারে চণ্ডী লজ্জায় ঘোম্‌টা দিয়ে মুখ ঢাকে। নিবারণ হুকুম দেয় মৃণালিণীকে,—খুলে দে ঘোম্‌টা। মৃনালিণী মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে বলে, দেওরকে এতই যদি লজ্জা ত' ড্যাব্‌ ড্যাব্‌ ক'রে চেয়েছিলে কেন? চণ্ডী আর সহ্য করে না, সোজা উত্তর দেয়—শ্বশুরমশাই আশীর্ব্বাদের সময় একটা সোনার চাবুক দিয়ে বলে-ছিলেন, এখানে একটা বেয়াড়া গাধা আছে চাবুক দিয়ে তাকে সায়েস্তা করতে হবে। সেই গাধাটাকে দেখবার জন্যই অমন ক'রে চেয়েছিলাম।

সাপের ন্যাজে পা পড়ে। আক্রোশে নিবারণ ফোঁস ফোঁস করে—প্রতিশোধের আকাঙ্খা মনে দানা পাকায়! 'খোকারাজা' নিবারণ ছোটবেলা থেকে জেনে এসেছে—কেননা সবাই বলে—যে বাগুলীর গদীতে বসবে সে-ই,

গোবিন্দ বড় হ'লেও সে ত' গবেট, হাঁদা। কিন্তু চণ্ডীর পরিচয় পেয়ে নিবারণের টনক্ নড়ে'। নাঃ কাঁটা তাকে তুল্‌তেই হবে। চণ্ডী-ধ্বংসের জন্য ষড়যন্ত্র করে' দেয় নিবারণ। বাগুলী ষ্টেটের চিকিৎক বিশু ডাক্তার হ'ল তার মুরুব্বি। বিশু ডাক্তার এক ভয়ঙ্কর জীব।

বিয়ের রাতেই চণ্ডী গোবিন্দকে চিনেছিল ঠিক। গোবিন্দ নির্ব্বিকারা হ'লেও, বোধহীন নয়। সে চণ্ডীর ঘুমিয়েপড়া শিবসুন্দর! শিবকে জাগাতে হবে,—সেবায়, সাধনায়!

চণ্ডীর সাধনা সুরু হয়—নিভৃতে, নির্জ্জনে, প্রসাদের ভিন্ন মহলে। চণ্ডী ভুলে যায় সে নারী। কি ক'রে স্বামীর উন্নতি হবে, এ ছাড়া আর কোন চিন্তাই তার মনে স্থান পায় না। পরশ-পাথরের ছোঁয়া দয়ে লোহাকে সোনা কর্‌বে সে। চণ্ডীর নিজের চেষ্টায় গোবিন্দর শিক্ষা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে।

দিন যায়, মাস যায়—সাধনার আর বিরাম নাই। কোন আকর্ষণই চণ্ডীকে তার কাজের গণ্ডীর এতটুকু বাইরে নড়াতে পাড়েনা। একদিন কিন্তু নিবারণ ও মৃণালিণীর পিড়াপিড়ীতে কি ভেবে যেন চণ্ডী তাদের এক ঘরোয়া পার্টিতে যোগ দেয়। সেখানে কিন্তু গোবিন্দর প্রসঙ্গ নিয়ে সুরু হয় তর্ক, কথা কাটাকাটি। চণ্ডীর একটা কথার পিঠে নিবারণরা এক সময় বলে ফেলে, জমিদারের মেয়ের মুখে যে কথা মানায়, কব্‌রেজের মেয়ের মুখে সে কথা শোভা পায় না। নাড়ী টিপে বড়ি বেচে যে খায়, তার মেয়ের বিদ্যে আর কত হবে! কাজেই চণ্ডীকেও বলতে হয়,—বাবা কব্‌রেজ হ'লেও তাঁর ব্যবসা স্বাধীন। তিনি বড়ি বেচে খান একথা ঠিক, কিন্তু মেয়ে বেচে বংশ খাটো করেন্‌নি। নিবারণ ফেটে পড়ে, কে যেন বারুদের স্তুপে আগুন দিলে! তাদের দাদামশাইকে ঠেস্ দিয়ে একথা বলা হয়নি কি?

হরিনারায়ণের কাছে নালিশ করতে এল নিবারণ। স্বয়ং 'খোকারাজা' নালিশ করচে, তাও এক ফোঁটা ঐ চণ্ডীর নামে? হরিনারায়ণ ত' হেসেই খুন। কিন্তু সমস্ত শুনে হরিনারায়ণ নালিশ গ্রহণ করেন এবং বিচারের ত্রুটি হবে না জানিয়ে দেন। কিন্তু একি—চণ্ডীর নিকট তিনি যে আশা করেছিলেন অনেক কিছু! সব মেয়েরাই যেখানে ধরা দেয়, এই হতভাগীও শেষকালটায় সেইখানে হোঁচট খেল?

হরিনারায়ণের কাছে নালিশ ক'রেও নিবারণ নিশ্চিন্ত হয় না। ছুটে

যায় সে বিশু ডাক্তারের কাছে। নিবারণের ব্যথায় দুষ্টগ্রহ বিশু ডাক্তারের হৃদয় গলে যায়। বিশু ডাক্তারের প্লান ত' তৈরী,—বিপ্লববাদীদের এক মন্ত্র নেত্রী প্রমাণ ক'রে চণ্ডীকে পুলিশে ধরিয়ে দেবার প্ল্যান অনুসারে কাজও সুরু হয় তখুনি। কিন্তু বিশু ডাক্তারের স্বার্থ কি ? সে এতটা করে কেন ?

চণ্ডীর মহলে অনেকগুলো পুরণো প্রথা ও ব্যবস্থার ওলোট-পালোট দেখে হরিনারায়ণের ক্ষুব্ধ মন আরও ক্ষুব্ধ হয়। জিজ্ঞেস ক'রে মোটামুটি ভাল উত্তরও মেলে না যেন। কিন্তু চণ্ডীর নামে নালিশের কৈফিয়ৎ তলব ক'রে হরিনারায়ণ যখন চণ্ডীর মুখে শোনেন্ যে চণ্ডীরও কয়েকটা নালিশ আছে এবং সে নালিশ স্বয়ং তাঁরই বিরুদ্ধে, তখন স্তব্ধ হ'য়ে তিনি শুধু দাঁড়িয়ে থাকেন, বাজপড়া গাছের মত! —তাঁর মৃতা স্ত্রীকে তিনি ঠকিয়েচেন, চণ্ডীর নিরীহ বাবাকে ঠকিয়েচেন, বড় ছেলে গোবিন্দকে ঠকিয়েচেন, এবং নিজেকে ঠকিয়েচেন ও ঠকাচ্ছেন। নালিশ শুনে হরিনারায়ণ আর স্থির থাকতে পারেননা। রেগে আগুন হ'য়ে বলেন, কুক্ষণেই তোমায় এনেচি, তুমি গাঙ্গুলি-বংশ ছারখার করতে এসেচ! সংযত সুরে চণ্ডী বলে,—উত্তেজিত হবেন না বাবা, আপনিই ত' হুকুম করলেন সব কথা বলতে, সুবিচার করবেন বলে। দাঁতে দাঁত চেপে হরিনারায়ণ শুধু ব'লতে পারেন —হুঁ—বিচার করবো, সুবিচারই করবো। কিন্তু তার ফল কি হবে জান ? স্বামীর হাত ধরে আমার জমিদারীর বাইরে তোমায় চলে যেতে হবে!

কিন্তু চণ্ডী যদি তার নালিশ প্রমাণ করতে পারে, তা হ'লে ?

চণ্ডী তার ছোট্ট হৃদয়ে সত্য-সুন্দরকে—তার আদর্শকে—উপলব্ধি করে। তার হৃদয় জুড়ে তাই গুঞ্জন ওঠে—'দুঃখেরে করি না ভয়, সত্যের হবে যে জয়!" আবার—

যাত্রাপথের বেলা-শেষে
বিপদ ঘনায় যবে'
যুগে যুগে সাহস দিয়ো
অভয়-শঙ্খ-রবে!

আসুক্ না ষড়যন্ত্র তার বেড়াজাল ছড়িয়ে, মিথ্যা নালিশের রুদ্ধ-আক্রোশ তার ফণা তুলে, চণ্ডী হটবে না। ষড়যন্ত্রের বেড়া-জাল ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে, উদ্যত ফণা ব্যর্থ ক'রে বেরিয়ে আসবে সে মুক্তির নিশান উড়িয়ে, শান্তির বাণী নিয়ে! সে যে স্বয়ংসিদ্ধা!

অনিল কুমার সরকার—সম্পাদিত

( ১ )

ওরে বাউল একতারাতে
সেই গান গেয়ে যা,
যে গানের সুরে জগত জুড়ে
জাগ্‌বে মোদের মা
হাস্‌বে সোনার গাঁ ॥
স্বামীর তরে দিল পরাণ এই দেশেরই মেয়ে
আবার ছেলের তরে যুগে যুগে দশভুজা হ'য়ে—
মার মুখে হাসি, হাতে অসি রক্ত-রাঙা পা
ছিন্ন যা তোর বেভুল হাওয়ায়
ভুলিস্ না আর তা ॥
ভারত ভূমির কর আরতি পঞ্চ-প্রদীপ পঞ্চসতী
বল ধন্য মোদের দেশের মেয়ে ধন্য মোদের মা ॥
( ইন্দুমাধব ভট্টাচার্য্য )

( ২ )

তু শাকতি দে দে মাতা,
উহ্‌য়ি গীত ম্যায় গাউঙ্গি যো
শোওয়ে জাগকো জাগাতা
ভুজায়ো মে তু ভর্‌দে শাকতি,
লায়েঙ্গে যো দেশ্‌কি মুক্তি
হিম্মত্ সে মন্ ভরদে হামারা
জোর দে জাগ্‌সে নাতা ॥
হটাদে মাতা ঘটায়ে কালি,
ঘর্ ঘর্ মে হোয়ে খুসিয়ালী
ব্যস্ যায়ে সন্‌সার নায়া যো
কহি ন শীষ্‌নওয়াতা ॥ —সুরেশ চৌধুরী

( ৩ )

ওমা ছি ছি ছি ছি একি বর গো
জাগেও না রাগেও না, যতই মারো চড় গো।
খোঁচা দিলেও নড়ে না মুখে রাও করে না
বুঝি বোবা কালা নিরেট গাধা
নাই চেতনা, জড় গো !
এটা কাঠ—না না পাথর গো
বাইরে সবই বরের মতন সাজ তো—
কিন্তু বিয়ে করা নয় এ বরের কাজ তো !
বর তো ভয়ে জড়সড়—আমাদের কনে হ'ল বড়—
বর নয় এ পুরুষ কনে একেবারে গোবর গো ॥
—পতিত পাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪) নিদ্রামগন শিবেরে বার'
আজি উমার সাধনা হ'ল কি সুরু
ডাকে মেঘ—বাজে ডমরু—
ঝর ঝর বাদল পড়িল ঝরি'।
মরা-ডালে জাগে প্রাণ নূতন পাতায়
আশার মুকুল দোলে নব চেতনায়,
কানায় কানায় নদী উঠিল ভরি'।
চুপে চুপে এল শীত ;
মাধবীর বনে বনে গুঞ্জরে গীত
অলি কার আবাহনে !
পিক্-বঁধু ডেকে কয়, চিনিগো তোমায় বরষারি,
অশিবের মাঝে জাগিবে সুন্দর
তারি ধেয়ানে গৌরী। —অনিল সরকার

(৫) হে অজানা, জানি আমি জানি
আমার জীবন মাঝে উঠ্‌বে বেজে
তোমার বাঁশীখানি।
সে দিন আমার সকল পূজা
যা আছে মোর পথের বোঝা
আপন হাতে নেবে সবাই নেবে আমায় টানি।
হয়তো সেদিন আসবে ফিরে অন্ধ বিভাবরী
আঁধার তলে আমার ঘাটে ভিড়বে তোমার তরী—
কাণ্ডারী হে তোমার লাগি
রইবো আমি একলা জাগি,
প্র ণা
৺অজয় ভট্টাচার্য্য

( ৬ )

জাগো সত্য জাগো সুন্দর জাগো জাগো শিবাজি !
মন্দিরে তব উঠে জয়গান
নব-প্রেরণায় ভেসে যাক্ প্রাণ,
আশার আলোকে জাগাও ধরণী
আঁধার বিনাশি' আজি।
দুঃখেরে করি না ভয় সত্যের হবে যে জয়—
হেসে ঝরে যায় বেদনার ফুল, পূর্ণ পূজার সাজি
অন্তর মম সুন্দর কর অন্তরে বিরাজি।
যাত্রাপথের বেলা-শেষে
বিপদ ঘনায় যবে,
যুগে যুগে সাহস দিয়ো—
অভয়-শঙ্খ-রবে !
অলখে থাকি' রাঙাও তুমি হৃদয়-কুসুম রাজি।
—অনিল সরকার

ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স-এর পক্ষ হইতে শ্রীরণেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও জুভেনাইল আর্ট প্রেস ৮৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
হইতে জি, সি, রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।